Political Science (Hons) 2nd Semester

CC-3. Politics in India

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির (Indian Political Culture) প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

মানুষের সামাজিক জীবনে সংস্কৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, অনুরূপভাবে মানুষের রাজনৈতিক জীবনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থবহ হয়ে ওঠে। যেকোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়।

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক:

ভারত একটি বিশাল দেশ। এর সমাজব্যবস্থা বিশেষভাবে জটিল। স্বভাবতই এর কোন কিছুই সহজে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতিও মোটেই সহজবোধ্য নয়। রজনী কোঠারির অভিমত অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সাবেকী ও বহুত্ববাদী সমাজের আধুনিকীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ মডেল কে অনুসরণ করেই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কাঠামো ও ভাবগত বিচারে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভারসাম্যের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ উভয়ই এক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুত এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সমন্বয়সাধন ও নমনীয়তার উজ্জ্বল উদাহরণ বর্তমান, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কতকগুলি ক্ষেত্রে আপাত স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সাম্প্রদায়িকতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা বা স্থায়িত্ব-বোধের সাথে পরিবর্তনশীলতা, পাশ্চাত্যীকরণের সঙ্গে সংস্কৃতিকরণ, অভিজাততন্ত্রের রাজনীতির সঙ্গে রাজনীতির অনীহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) জন-রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও এলিট রাজনৈতিক সংস্কৃতি : ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুটি অংশের অস্তিত্বের কথা বলা হয়, এই দুটি অংশ হল জন-রাজনৈতিক সংস্কৃতি (mass Political culture) এবং এলিট রাজনৈতিক সংস্কৃতি (elite Political culture)। ওয়েনারের অভিমত অনুসারে জন-রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সম্প্রসারণশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাধারণত সরকারি ব্যবস্থার আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং মফস্বল শহরের পৌর প্রশাসনে ও গ্রামীণ পঞ্চায়েত প্রশাসনে জনরাজনৈতিক সংস্কৃতির সক্রিয় অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীল ও অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত চেতনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের এলিট রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে নাগরিক সংস্কৃতিকে বোঝায়। প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এলিট রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, ইংরাজী ভাষা বা প্রচলনের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভিব্যক্তি ঘটে। সাধারণত পার্লামেন্ট, আমলা, সামরিক বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য সংস্থায় এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়।

② **সমন্বয় ও সহমত :** সমন্বয় ও সহমত ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জনগণ ও জননেতাদের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার এক স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিরোধিতা ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূলকথা। ভারতীয় ইতিহাসবিদ কে. এম. পানিক্করের অভিমত অনুসারে সমন্বয়ই ভারতের ঐতিহ্য ছিল সমন্বয়মূলক। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের দুটি প্রধান ধর্মের মধ্যে উদারনীতি, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের আদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুল সমর্থিত মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে ঐক্যমতের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

③ **রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাধুসুলভ চরিত্র :** ভারতীয়রা আশা করেন রাজনৈতিক নেতারা হবেন সর্বত্যাগী, সাধুসুলভ। ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন রাজনৈতিক নেতা হবেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ, নিঃস্বার্থ এবং জনকল্যাণব্রতী। এরকম রাজনৈতিক নেতারাই পরিচ্ছন্ন ও জনকল্যাণমুখী সরকারকে সুনিশ্চিত করতে পারেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীই হলেন সাধুসুলভ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা। রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হবে নিষ্কলঙ্ক ও অতি উচ্চমানের। নির্বাচনী রাজনীতিতে এইরকম প্রার্থীরা ব্যাপক জনসমর্থন পেয়ে থাকেন, এবং এই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলিও এইরকম পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী ব্যক্তিদেরই দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শামিল করেন।

④ **আইনের উপর আস্থা:** ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আইনের প্রতি আস্থা। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আইন ও নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করা হয়। জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। সরকার ও জনসাধারণের এই মানসিকতা ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক অভিনব বৈশিষ্ট্য।

⑤ **রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি:** ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপসংস্কৃতির উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিকতা, জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপসংস্কৃতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। উপসংস্কৃতির কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের মূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপসংস্কৃতি গুলির মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

⑥ **ঐতিহ্য ও আধুনিকতা:** ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অভিনব সমাবেশ বর্তমান। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও কার্যপ্রক্রিয়ায় ঐতিহ্যবাহী উপাদানের আধুনিকতার পরিচায়ক উপাদান ও আছে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও কার্যধারার কতকগুলি ক্ষেত্রে অগ্রগতি আধুনিকতার পরিচায়ক এবং পৃথিবীর যেকোন উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তুলনীয়। ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য প্রভৃতি উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা স্মরণ

কাটিয়ে দেয়। আবার ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যবাহী উপাদানের অভাব নেই, নির্বাচনী সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভোটদাতারা এখনও জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি সংকীর্ণ স্বার্থচেতনা ও বিচার-বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হন।

(৭) <u>সাম্প্রদায়িক আবেদনের প্রভাব</u>: ভারতের অন্যতম ঘোষিত আদর্শ হল ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু বাস্তবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কথা প্রচার করা হয়েছে। ভারত হল ধর্মীয় বহুত্ববাদের দেশ, কিন্তু মূলত হিন্দু প্রধান দেশ। আবার পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের কথা বলা হয়। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্মের অনভিপ্রেত অস্তিত্ব অনেক সময় সংকট সৃষ্টি করে, সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় রাজনীতিতে একটি মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধিস্বরূপ।

(৮) <u>ভাষাগত সংবেদনশীলতা ও আঞ্চলিকতার আবেদন</u>: ভারতীয় রাজনীতিতে ভাষাগত সংবেদনশীলতা ও আঞ্চলিকতাবাদের আবেদনের প্রভাব প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। এই দুটি বিষয় ভারতের রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচক মণ্ডলীকে প্রভাবিত করে। ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই দুটি বিষয় সংকটের সৃষ্টি করে। বিশাল আয়তনবিশিষ্ট ভারত ভৌগোলিক বিচারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত। তাই এখানে ভাষাগত

বিচ্ছিন্নতার সাথে আঞ্চলিকতার সমস্যা সম্পর্কযুক্ত।

(৯) গণহিংসা ও আন্দোলনের রাজনীতি : ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের সংগঠিত করে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলি কখন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার আবার কখনও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে। এক্ষেত্রে বিরোধী শক্তিগুলি ধর্না, বনধ, ধর্মঘট, অনশন প্রভৃতি উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করে, গণ আন্দোলন ও হিংসার রাজনীতির এই সমস্ত প্রক্রিয়া ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়।

(১০) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা যায় না। কারণ ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মান ও মাত্রা উন্নত নয়। ভারতীয়দের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবণতা যেমন দেখা যায় তেমনি রাজনৈতিক বিষয়ে অনীহাও লক্ষ্য করা যায়। তবে সামগ্রিক বিচারে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার হতাশাব্যঞ্জক নয়। দারিদ্রতা ও অশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যায়ন ঃ রাজনীতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং তার প্রকৃতি, পরিধি ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যায়। স্বভাবতই যেকোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ, এরকম উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর মনোভাব, মূল্যবোধ, এবং বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিকূল হলে বিশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

— o —